بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Islamic Online Madrasah

“ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তান-সন্ততি লালন পালন করার গুরুত্ব ও ফজিলত”

Subject: Research & Masayel (RAM-302)

Submitted to:

Ustaz Abdul Wahid

Submitted by:

Khadija Sifat Tania

ID No.: 20102148

Batch:201

Date: 30/11/2022

إِنَّ الْحَمدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا اِلَه .اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সমস্ত প্রশংসার মালিক, সমস্ত ভালোবাসার মালিক।

আমার সন্তান, কলিজার টুকরা, যাকে একমাত্র আমার মনে করছি, সে তো আমার হাতে আল্লাহর আমানত- আল্লাহর খলীফা, যাকে আল্লাহ ইবাদত-আখেরাত-জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর প্রতিটা শিশুই জন্মগতভাবে সত্য এবং হক ইসলামের ফিতরাতের উপর জন্ম নেয়। সুতরাং প্রত্যেক পিতা মাতার উপর এটা দায়িত্ব যে সন্তানকে হকের উপর সত্য ইসলামের উপর চলতে শিখাবে। দ্বীন শিক্ষা পাওয়া প্রতিটা সন্তানের হক। এর গুরুত্ব এবং ফজিলত যত বেশি জানা যাবে আমরা আরও বেশি সচেতন থাকবো সন্তানের তারবিয়াত এর প্রতি।

শুকরিয়া আল্লাহ তাআলার যিনি তৌফিক দান করেছেন এবং **ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তান-সন্তুতি লালন পালন করার গুরুত্ব ও ফজিলত”** এসাইনমেন্ট নিয়ে কিছু চিন্তা ফিকির করার সুযোগ দিয়েছেন । সমস্ত প্রশংসা আমার মালিকের। দুরুদ এবং সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর এবং তার পরিবার এবং সাহাবায়ে কেরামের উপর। উক্ত এসাইনমেন্ট টিতে ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তান-সন্তুতি লালন পালন করার গুরুত্ব ও ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ পাক কবুল করুন।

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“আমার নামায, আমার কোরবাণী এবং আমার জীবন ও মরন বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে।”

সূচীপত্র

১. সন্তান আমানত 4
১.১. সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত 4
১.২. সন্তানের হক 6
২. রাসূল (সাঃ) এর সন্তান প্রীতি 17
৩. ইসলামিক দৃষ্টিতে সন্তান প্রতিপালনের গুরুত্ব 20
৪. সন্তানের তারবিয়াত 23
৪.১.সন্তানের তারবিয়াত 23
৪.২.তারবিয়াতের নিয়ম 24
৪.৩. জরুরী কিছু হিদায়ত 25
৫. সন্তানের তরবিয়তের নিয়তে কঠোরতা 26
৬. ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তান লালনের ফজিলত 28
৭. ভালো সন্তান পরকালের সুখের কারণ 30
তথ্যসূত্র 31

১. সন্তান আমানত

১.১. সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত

আল্লাহ পাক প্রতিটি প্রাণকে জোড়াবদ্ধ করার পর তারা তৃতীয় একটা কোমল স্পর্শ খুঁজে, যা সন্তানের নেয়ামাত হিসেবে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে দেন। সন্তানই একটা সম্পর্ক কে পূর্ণ করে, সুন্দর করে।

প্রতিটা মা বাবার কাছে সন্তান হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সুন্দর, আকাঙ্ক্ষিত, সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার জিনিস। কেয়ামত পর্যন্ত মা-বাবা সন্তানের মাধ্যমে আল্লাহ পাক পৃথিবীতে প্রতিনিধি পাঠাবেন। সন্তানের জন্য মা বাবার মনে এক অতুলনীয় ভালোবাসা আল্লাহ পাক দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এ সন্তান হচ্ছে আল্লাহ তাআলার আমানাত, আল্লাহরই খলিফা। আর প্রতিটা শিশুই জন্মগতভাবে সত্য এবং হক ফিতরাতের উপর জন্ম নেয়।

নবীজী বলেন-

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ .

প্রতিটি সন্তানই ‘ফিতরাত’-এর উপর (হেদায়েত ও সত্যপথ গ্রহণের সহজাত যোগ্যতা নিয়েই) জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তার মাতা-পিতা তাকে ইহুদী বানায়, খ্রিস্টান বানায় বা অগ্নিপূজারী বানায়।
-(সহীহ বুখারী, হাদীস ১৩৮৫)

সন্তান-সন্ততি বান্দার প্রতি আল্লাহর উপহার তেমনি করে পবিত্র আমানতও । পরকালে আল্লাহ পিতা-মাতাকে সন্তানের বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন। যেহেতু ফিতরাত গত ভাবে শিশুকে আল্লাহ্ পাক পাপ কাজ হতে পবিত্র রেখেছেন তাই পরবর্তীতে সে যেন দীনের ওপর অটল থাকে সেটা নিশ্চিত করা মা বাবার দায়িত্ব।

সন্তানকে আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে লালন-পালন করলে রোজ হাশরের দিবসে এই সন্তানই আমার বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে নালিশ করবে।

সুসন্তান শুধু পার্থিব জীবনের সম্পদ নয়। পরকালীন জীবনের জন্যও তারা হবে কল্যাণের বাহক। এই আমানাত কে যদি আল্লাহ্‌র আর নবীজির দেখানো পথে চালনা করা যায় আখিরাতের জীবনে সে আমার জন্য আলো হবে, আমার জন্য সাদকায়ে জারিয়া হবে। হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ .

ইয়াহইয়া ইবনু আইয়্যুব ও কুতাইবাহ্ (রহঃ) ..... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায় তিন প্রকার আমল ছাড়া। ১. সাদাকা জারিয়াহ্ অথবা ২. এমন ইলম যার দ্বারা উপকার হয় অথবা ৩. পুণ্যবান সন্তান যে তার জন্যে দু'আ করতে থাকে। (মুসলিম, হাদিস: ১৬৩১)

তাই আমাদের জন্য এটাই কল্যাণ যে আমাদের সন্তান কে আমাদের আখিরাতের জন্য আমানত বানাবো আখিরাতের সম্পদ বানাবো।

১.২. সন্তানের হক

হক এর ব্যাপারে আল্লাহ পাক প্রত্যেক বান্দাকে অনেক বেশি সতর্ক থাকতে বলেছেন, খাস করে যখন তা বান্দার হকের সাথে সম্পর্কিত। আর আমাদের সন্তানের প্রতি আমাদের অনেক হক রয়েছে, তা পালনের জন্য আল্লাহ এবং আমাদের রাসূল (সাঃ)আমাদের সুন্দর পন্থা শিখিয়ে দিয়েছেন। সুন্নতী পন্থায় সন্তান লালন-পালন করা প্রত্যেক মুসলমান মা বাবার অন্যতম ইমানী দায়িত্ব। আর সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর থেকেই মা বাবার উপর এই দায়িত্ব এসে যায়। যেমনঃ

(১) কানে আযান দেয়া:
সন্তান দুনিয়াতে আসার পর প্রথম কাজ হচ্ছে পরিষ্কার করে তার ডান কানে আজান দিবে, ছেলে হোক বা মেয়ে। এটি মা বাবার উপর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং সন্তানের হক। সন্তানের শুরুটা যেনো হয় মালিকের শ্রেষ্ঠত্বের আর একত্ববাদের ঘোষণা দ্বারা।

হাদিসে এসেছে,

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ - بِالصَّلاَةِ .

উবাইদুল্লাহ ইবনু আবূ রাফি’ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:
তিনি বলেন, ফাত্বিমাহ (রাঃ) যখন ‘আলী (রাঃ)-এর পুত্র হাসান (রাঃ)-কে প্রসব করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার কানে সলাতের আযানের ন্যায় আযান দিয়েছিলেন।
-সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৫১০৫

(২) সুন্দর নাম রাখা:

সন্তানের সুন্দর নাম রাখাও কিন্তু সন্তানের হক। সুন্দর নাম রাখার তাগিদ দিয়েছেন আমাদের রাসুলুল্লাহ (সা.) ।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ও আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

من حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه

অর্থ: সন্তানের সুন্দর নাম রাখা ও তার উত্তম তারবিয়াতের ব্যবস্থা করা বাবার উপর সন্তানের হক। -মুসনাদে বাযযার (আলবাহরুয যাখখার), হাদীস ৮৫৪০

(৩) আক্বিকা করা:

আকিকার আভিধানিক অর্থ: আল্লাহর দরবারে নজরানা পেশ করা, শুকরিয়া আদায় করা, জানের সদকা দেওয়া ও আল্লাহর নি'আমতের মোকাবেলায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। ইসলামী পরিভাষায় আকিকা হচ্ছে, নবজাতকের পক্ষ থেকে পশু জবেহ করা। আলেমদের অনেকেই আকিকা করাকে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ বলেছেন।

হাদিস শরীফে আছে,

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَيُسَمَّى أَصَحُّ كَذَا قَالَ سَلاَّمُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ قَتَادَةَ وَإِيَاسُ بْنُ دَغْفَلٍ وَأَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ . قَالَ " وَيُسَمَّى " . وَرَوَاهُ أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " وَيُسَمَّى.

সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, প্রত্যেক শিশু তার আক্বীক্বাহ্‌র বিনিময়ে বন্ধক থাকে। তার জন্মের সপ্তম দিনে আক্বীক্বাহ করতে হয়, মাথার চুল ফেলতে হয় এবং নাম রাখতে হয়। আবূ দাঊদ বলেন, 'ইউদমা'' শব্দের পরিবর্তে 'ইউসাম্মা' শব্দটি অধিক সঠিক।

-সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২৮৩৮

হাদিস শরীফে আরো এসেছে,

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى.

সালমান ইবনু ‘আমির আদ-দাব্বী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, প্রতিটি সন্তানের সাথে আক্বীক্বাহ রয়েছে। সুতরাং তার পক্ষ হতে রক্ত প্রবাহিত করো এবং তার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করো।
-সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২৮৩৯

(৪) সদকাহ করা:
নবজাতকের চুল সমপরিমাণ রৌপ্য দান করার ব্যাপারে হাদিস বর্ণিত। কিন্তু সেটি সহীহ-যঈফ হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিসদের মতে দ্বিমত রয়েছে। হাদীসটি হল, আলী রা. বলেন:

عقّ رسول الله – صلى الله عليه و سلم – عن الحسَن بشاةٍ و قال يا فاطمة احلقي رأسه و تصدقي بزنةِ شعره فضّةً

“আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসানের পক্ষ হতে ছাগল আক্বীকা করেন এবং ফাতেমা রা. কে বলেন: তার মাথা মুণ্ডন করে দাও এবং চুলের ওজন বরাবর রৌপ্য সদকা করে দাও।”

[তিরমিযী, অধ্যায়, আযাহী, হাদীস নং ১৫১৯। তবে ইমাম তিরমিযি, বাইহাকী, ইবলুল কাত্তান, ইবনুল কাইয়েম প্রমূখ মুহাদ্দিসগণ এটির সনদগত কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরে যঈফ বলেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আলবানী রহ. এটিকে অন্যান্য সমার্থবোধক হাদিসের সমন্বয়ে হাসান বলেছেন।]

মোটকথা উক্ত হাদিসটি সহীহ-যঈফ হওয়ার ব্যাপারটি দ্বিমতপূর্ণ হওয়ায় এটি আমল যোগ্য কি না তা নিয়েও আলেমদের মাঝে দ্বিমত সৃষ্টি হয়েছে।
যোহোক, কেউ যদি উক্ত হাদিসের প্রতি আমল করতে চায় তাহলে করতে পারে আর না করলেও সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ।

(৫) খাতনা করা:
ছেলেদের খাতনা করানো একটি অন্যতম সুন্নাত। খাতনা করা মুসলমানদের নিদর্শন। এটা তাদের (মুসলমানদের) ইহুদি-খ্রিষ্টান থেকে পৃথককারী স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। সুতরাং অন্যান্য নিদর্শনের মত এটাও ওয়াজিব।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ ". مُخَفَّفَةً. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَقَالَ "بِالْقَدُّومِ" وَهُوَ مَوْضِعٌ مُشَدَّدٌ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ইব্‌রাহীম (আঃ) আশি বছর বয়সের পর ‘কাদূম’ নামক স্থানে নিজেই নিজের খাত্‌না করেন।
কুতাইবাহ (রহঃ)আবুষ যিনাদ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ ‘কাদ্দুম’ একটি জায়গার নাম।
-সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৬২৯৮

অনেক ফক্বীহ্ ইমাম মালিক এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, এটা সুন্নাত। কিন্তু এটা তার কাছে সুন্নাত হলেও তা পরিত্যাগ করা গুনাহের কাজ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ. قَالَ وَكَانُوا لاَ يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ.

সা'ঈদ ইবনু যুবায়র (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

তিনি [সা'ঈদ ইবনু যুবায়র (রাঃ)] আরও বলেনঃ তাদের নিয়ম ছিল যে, সাবালক না হওয়া পর্যন্ত তারা খাত্না করতেন না।(আধুনিক প্রকাশনী- ৫৮৫৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৭৪৯)
-সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৬২৯৯

(৬) তাওহীদ শিক্ষা দেয়া:
শিশু যখন কথা বলা আরম্ভ করবে তখন থেকেই আল্লাহর তাওহীদ শিক্ষা দতে হবে।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ্য করে বলেন:

হাদিসে এসেছে,
،حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَابْنُ ،لَهِيعَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ،حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْمَعْنَى، وَاحِدٌ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَقَالَ " يَا غُلاَمُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

তিনি বলেন, কোন এক সময় আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পিছনে ছিলাম। তিনি বললেনঃ হে তরুণ! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি- তুমি আল্লাহ তা‘আলার (বিধি-নিষেধের) রক্ষা করবে, আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখবে, আল্লাহ তা‘আলাকে তুমি কাছে পাবে। তোমার কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে আল্লাহ তা‘আলার নিকট চাও, আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহ তা‘আলার নিকটেই কর। আর জেনে রাখো, যদি সকল উম্মাতও তোমার কোন উপকারের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে ততটুকু উপকারই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তা‘আলা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। অপরদিকে যদি সকল উম্মাত তোমার কোন ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে একতাবদ্ধ হয়, তাহলে ততটুকু ক্ষতিই করতে সক্ষম হবে, যতটুকু আল্লাহ তা‘আলা তোমার তাক্বদিরে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে।

-সহীহঃ মিশকাত (৫৩০২), যিলালুল জান্নাত (৩১৬-৩১৮) [তিরমিযী: ২৫১৬]

(৭) দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেয়া:

একজন মুসলিম হিসেবে আমরা সন্তানকে বুদ্ধি বিকাশের প্রথম প্রহরেই দীন সম্পর্কে ধারণা দিতে থাকবো। সন্তান কথা বলা শুরু করতেই আমরা অনেকে আল্লাহ, আব্বু-আম্মু শিক্ষা দেই। কালেমায়ে শাহাদাহ শেখাই। তারপর ক্রমেই তাকে সালাত, সিয়াম ইত্যাদি ইবাদতের সঙ্গে পরিচিত করাই। কিন্তু যে কাজটি আমরা করি না তা হলো সন্তানকে তাওহীদ শিক্ষা দেয়া, ঈমানের মোটামুটি বিস্তারিত শিক্ষা দেয়া এবং তাওহীদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক দিকগুলো সম্পর্কে ধারণা দেয়া, এসব সম্পর্কে গুরুত্বের সাথে শিক্ষা দেয়া হয় না। একসময় দেখা যায় আমাদের সন্তানরা বড় হয়েও অবচেতন মনে তাওহীদের শিক্ষা পরিপন্থী কাজ করে বসে। শিরকের গন্ধ মিশ্রিত কথা বলে বসে। শিশুকালের এই ঘাটতি আর সারা জীবনেও পূরণ হয় না।

রাসূল সাঃ ঈমানের শিক্ষাক এলেম ও আমলের শিক্ষার ওপর অগ্রাধিকার দিতেন

হাদিসে এসেছে,

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ نَجِيحٍ، - وَكَانَ ثِقَةً - عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . صلى الله عليه وسلم . وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ فَتَعَلَّمْنَا الإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا.

জুনদুব বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:
আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ছিলাম। আমরা ছিলাম শক্তিশালী এবং সক্ষম যুবক। আমরা কুরআন শেখার পূর্বে ঈমান শিখেছি, অতঃপর কুরআন শিখেছি এবং তার দ্বারা আমাদের ঈমান বেড়ে যায়।
-সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৬১

(৮) কুরআন শিক্ষা দান:
ছোট বেলা থেকেই সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দিতে হবে। কেননা কুরআন শিক্ষা করা ফরয। আর কোরআনই কেবল আল্লাহর সাথে বান্দার সুন্দর সম্পর্ক করে দিতে পারে। মা বাবা হিসেবে আপনার দায়িত্ব যে আপনি এই পথ তার জন্য সহজ এবং সাবলিল করবেন। দ্বীনের জন্য, আখিরাতের জন্য নিজের পরিবারের পথ সুগম করুন।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকূল, আল্লাহ তাদেরকে যে

নির্দেশ দিয়েছেন তারা সে ব্যাপারে তার অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়।

[সূরা আত-তাহরিম (৬৬): ৬]

কুরআন শিক্ষা দেয়ার চেয়ে উত্তম কাজ আর নেই।

হাদিসে এসেছে,

أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

উসমান ইব্‌নু আফ্‌ফান (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম তারা, যারা নিজেরা কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪৬৫৪, ইসলামী ফাউন্ডেশনঃ ৪৬৫৮)

-সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫০২৮

(৯) সলাত শিক্ষা দেয়া ও সলাত আদায়ে অভ্যস্ত করা

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্তানের হক যে পিতা-মাতা তার সন্তানকে সলাত শিক্ষা দিবেন এবং সলাত আদায়ে অভ্যস্ত করাবেন। ঈমানের পর নামাজই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। রাসুলুল্লাহ (সা.) নামাজকে মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্যকারী আখ্যা দিয়েছেন।

হাদিসে এসেছে,

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ .رَوَاهُ مُسْلِمٌ

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:
তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ (মু'মিন) বান্দা ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হল সলাত পরিত্যাগ করা।
[১] সহীহ: মুসলিম ৮২, আবূ দাঊদ ৪৬৭৮, নাসায়ী ৪৬৪, তিরমিযী ২৬২০, ইবনু মাজাহ্ ১০৭৮।
হাদিসে আরো এসেছে,

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، - يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَوَّارٍ أَبِي حَمْزَةَ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْزَةَ الْمُزَنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ .

‘আমর ইবনু শু‘আইব (রহঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার থেকে বর্ণিতঃ:
তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হলে তাদেরকে সলাতের জন্য নির্দেশ দাও। যখন তাদের বয়স দশ বছর হয়ে যাবে তখন (সলাত আদায় না করলে) এজন্য তাদেরকে মারবে এবং তাদের ঘুমের বিছানা আলাদা করে দিবে।
-সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৯৫

সন্তানকে কোরআন, সালাত শেখায় না এমন মা-বাবার হার অনেক। অথচ আল্লাহ পাক বলেন,

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . رضى الله عنهما . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " كُلُّكُمْ رَاعٍ ". وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ كَتَبَ رُزَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ إِلَى ابْنِ شِهَابٍ . وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقُرَى . هَلْ تَرَى أَنْ أُجَمِّعَ. وَرُزَيْقٌ عَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا، وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ، وَرُزَيْقٌ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةَ، فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ . وَأَنَا أَسْمَعُ . يَأْمُرُهُ أَنْ يُجَمِّعَ، يُخْبِرُهُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ

،رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ
وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ . قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ . وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ".

‘উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

আমি আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল। লায়স ইব্‌নু সা‘দ (রাঃ) আরো অতিরিক্ত বলেন, (পরবর্তী রাবী) ইউনুস (রহঃ) বলেছেন, আমি একদা ইব্‌নু শিহাব (রহঃ)-এর সঙ্গে ওয়াদিউল কুরা নামক স্থানে ছিলাম। তখন রুযাইক (ইব্‌নু হুকায়ম (রহঃ) ইব্‌নু শিহাব (রহঃ)-এর নিকট লিখলেন, আপনি কী মনে করেন, আমি কি (এখানে) জুমু‘আর সালাত আদায় করব? রুযায়ক (রহঃ) তখন সেখানে তাঁর জমির কৃষি কাজের তত্ত্বাবধান করতেন। সেখানে একদল সুদানী ও অন্যান্য লোক বাস করত। রুযায়ক (রহঃ) সে সময় আইলা শহরের (আমীর) ছিলেন। ইব্‌নু শিহাব (রহঃ) তাঁকে জুমু’আ কায়িম করার নির্দেশ দিয়ে লিখেছিলেন এবং আমি তাকে এ নির্দেশ দিতে শুনলাম। সালিম (রহঃ) তার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নু ‘উমর (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই অধীনস্থদের (দায়িত্ব) জিজ্ঞাস করা হবে। ইমাম [১] একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি, তাঁকে তাঁর অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। পুরুষ তার পরিবার বর্গের অভিভাবক, তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। নারী তার স্বামী-গৃহের কর্ত্রী, তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। খাদিম তার মনিবের ধন-সম্পদের রক্ষক, তাকেও তার মনিবের ধন-সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। ইব্‌নু ‘উমর (রাঃ) বলেন, আমার মনে হয়, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেছেনঃ পুত্র তার পিতার ধন-সম্পদের রক্ষক এবং এগুলো সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে। তোমরা সবাই দায়িত্বশীল এবং সবাইকে তাদের অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।
-সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৮৯৩

(১০) বিবাহ দেয়া:

উপযুক্ত বয়সে বিয়ের ব্যবস্থা করে সন্তান পাপ থেকে বিরত রাখাও মা বাবার দায়িত্ব এবং সন্তানেন হকও বটে।

সুন্নাহ পদ্ধতিতে বিবাহ দেয়া এবং বিবাহর যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা এবং উপযুক্ত সময়ে বিবাহর ব্যবস্থা করা। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে: “নিশ্চয়ই পিতার উপর সন্তানের হকের মধ্যে রয়েছে, সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাকে বিবাহ দেবে।” [জামিউল কাবীর]

২. রাসূল (সাঃ) এর সন্তান প্রীতি

সন্তানের প্রতি মোহাব্বাত স্বয়ং আল্লাহ্ পাক মা বাবার মনে দিয়ে দিয়েছেন। ভালোবাসার উপমা বুঝাতে সন্তানের প্রতি মা বাবার মোহাব্বাত বুঝানো হয়ে থাকে।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তাঁর কথা কাজ হাসি সবকিছুতেই রয়েছে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। শিক্ষক হিসাবে তিনি আদর্শ শিক্ষক। স্বামী হিসাবে আদর্শ স্বামী। পিতা হিসাবে আদর্শ পিতা। বন্ধু হিসাবে আদর্শ বন্ধু। সেনাপতি হিসাবে আদর্শ সেনাপতি। শাসক হিসাবে আদর্শ শাসক।

নবীজীর ছিল তিন পুত্র; কাসেম রা., আবদুল্লাহ রা. ও ইবরাহীম রা.। এবং চার কন্যা; যয়নব রা., রুকাইয়া রা., উম্মে কুলসুম রা. ও ফাতেমা রা.।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন ছেলে-মেয়েদের খুব মহব্বত করতেন, আদর- স্নেহ করতেন। মায়াভরা আদর-যত্নে, হৃদয় উজাড় করা ভালবাসায় তাদের লালন-পালন করেছেন।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো কন্যাদের সাদর সম্ভাষণ জানাতেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বকনিষ্ঠ কন্যা হযরত ফাতেমা রা.। তাঁর প্রতি নবীজীর আদর- সোহাগ ছিল সবচে বেশি।

উম্মুল মুমিনীন আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلاًّ - وَقَالَ الْحَسَنُ حَدِيثًا وَكَلاَمًا وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَسَنُ السَّمْتَ وَالْهَدْىَ وَالدَّلَّ - بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فَاطِمَةَ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهَا كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا .

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে শারীরিক গঠন, চাল-চলন, চরিত্র, (বর্ণনাকারী হাসানের মতে) আলাপচারিতা ও কথাবার্তায় ফাত্বিমাহ্‌র (রাঃ) চাইতে এতোখানি

মিল আর কাউকে আমি দেখিনি। বর্ণনাকারী হাসান শারীরিক গঠন, চাল-চলন, চরিত্র বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেননি। ফাত্বিমাহ্ (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসতেন, তিনি উঠে তার দিকে এগিয়ে যেতেন, তার হাত ধরে চুমু খেতেন এবং তাঁর আসনে তাকে বসাতেন। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ফাতিমার নিকট যেতেন, তখন তিনিও তাঁর জন্য উঠে আসতেন, তাঁর হাতে ধরে চুমু খেতেন এবং তার আসনে তাঁকে বসাতেন।
সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং - ৫২১৭

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানদের প্রতি কত গভীর স্নেহ ও ভালবাসা লালন করতেন- এর একটা বিবরণ দিয়েছেন সায়্যিদুনা আনাস রা.।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا قُرَيْشٌ ـ هُوَ ابْنُ حَيَّانَ ـ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِي سَيْفٍ الْقَيْنِ ـ وَكَانَ ظِئْرًا لإِبْرَاهِيمَ ـ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ـ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَذْرِفَانِ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ـ رضى الله عنه ـ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ " يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ ". ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى فَقَالَ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ ". رَوَاهُ مُوسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

'আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

তিনি বলেন, আমরা রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে আবূ সায়ফ্ কর্মকারের নিকট গেলাম। তিনি ছিলেন (নবী -তনয়) ইব্‌রাহীম (রাঃ)-এর দুধ সম্পর্কীয় পিতা। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইব্‌রাহীম (রাঃ)-কে তুলে নিয়ে চুমু খেলেন এবং নাকে-মুখে লাগালেন। অতঃপর (আরেক বার) আমরা তাঁর (আবূ সায়ফ্-এর) বাড়িতে গেলাম। তখন ইব্‌রাহীম (রাঃ) মুমূর্ষু অবস্থায়। এতে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উভয় চক্ষু হতে

অশ্রু ঝরতে লাগল। তখন ‘আবদুর রহমান ইব্‌নু ‘আওফ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আর আপনিও? (ক্রন্দন করছেন?)। তখন তিনি বললেনঃ অশ্রু প্রবাহিত হয় আর হৃদয় হয় ব্যথিত। তবে আমরা মুখে তা-ই বলি যা আমাদের রব পছন্দ করেন। [১৭] আর হে ইব্‌রাহীম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা অবশ্যই শোকসন্তপ্ত। [১৮]
মূসা (রহঃ)....আনাস (রাঃ) নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে হাদীসটি বর্ণনা করেন।
সহিহ বুখারী, হাদিস নং ১৩০৩

এই ঘটনা গুলো নিয়ে চিন্তা করলেই বোঝা যায়, সন্তানের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্নেহ-ভালবাসা কত গভীর ছিল!

৩. ইসলামিক দৃষ্টিতে সন্তান প্রতিপালনের গুরুত্ব

ইসলামিক দৃষ্টিতে সন্তান প্রতিপালনের গুরুত্ব অনেক। একজন সুসন্তান জীবনের অনেক বড় একটা অর্জন। সন্তান যদি সুসন্তান হয় দুনিয়ার জীবনে সে যত বেশি মা বাবার দরদ বুঝতে পারে তা আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। মৃত্যুর পর সেই সন্তান হবে সাদকায়ে জারিয়া। এজন্য একটা সন্তান ইসলামের অনুশাসনে, নবীজির দেখানো নিয়মে পালন করা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দ্বীন এবং দ্বীনের জ্ঞান প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারে একজন মানুষকে।

ইমাম গাজালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

اعلم أن الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور وأوكدها، والصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة خالية عن كل نقش وصورة، وهو قابل لكل مانقش ومائل إلى كل مايمال إليه، فإن عوِد الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبوه وكل معلمٍ له ومؤدب، وإن عوِد الشر وأهمل إهمال البهائم شقى وهلك وكان الوزر في رقبة القيِم عليه والوالي له،..

'জেনে রাখ, শিশু প্রতিপালন পদ্ধতি একটি অতি গুরত্বপূর্ণ বিষয়। আর সন্তান তার পিতা-মাতার কাছে আমানত স্বরূপ। তার পবিত্র অন্তর অমূল্য মাণিক্য, যেকোন নকশা বা ছবি থেকে যা মুক্ত। ফলে তা যেকোন নকশা গ্রহণে প্রস্তুত এবং তাকে যার প্রতিই ধাবিত করা হবে সে দিকেই সে ধাবিত হয়। তাই তাকে ভালোয় অভ্যস্ত করা হলে, সু-শিক্ষায় প্রতিপালন করলে, সেভাবেই সে গড়ে উঠবে। ইহকালে ও পরকালে সে সুখী হবে। তার নেকীতে তার পিতা-মাতা এবং তার প্রত্যেক শিক্ষক ও শিষ্টাচারদানকারীই অংশীদার হবেন। পক্ষান্তরে তাকে খারাপে অভ্যস্ত করা হলে, তাকে পশুর ন্যায় অবহেলা করা হলে, সে হবে হতভাগ্য ও ধ্বংসপ্রাপ্ত। আর এর দায় বর্তাবে তার কর্তা ও অভিভাবকের ওপর'।
(ইহয়াউ উলুমিদ্দীন:৩/৬২)
সন্তানকে রক্ষা করার উপায় হলো, তার পিতা-মাতা তাকে শিষ্টাচার সম্পন্ন, সভ্য ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী বানাবে এবং তাকে অসৎ সঙ্গ থেকে বিরত রাখবে।

সন্তান পরিচর্যা ও প্রতিপালন এবং তাদের সেবার পেছনে মা-বাবা যে সময় ও শ্রম দেন, এতে তিনি বড় সওয়াবের অধিকারী হবেন। এসব কাজে তারা যতক্ষণ ব্যস্ত থাকবেন পুরো সময়ই সওয়াবের অন্তর্ভুক্ত হয়।

সহীহ মুসলিমে হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন-

جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا، فَأَطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً، وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا، فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا، فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ، الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا، فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا، فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ، أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ.

এক দরিদ্র মহিলা তার দুটি সন্তান নিয়ে আমার নিকট আসল। আমি তাকে তিনটি খেজুর দিলাম সে তাদের দুজনের প্রত্যেককে একটি করে খেজুর দিল আর একটি খেজুর সে নিজে খাওয়ার জন্য মুখের কাছে নিল তখন তার দুই মেয়ে তার কাছে আরো চাইল। সে তার খেজুরটি দুইজনের মাঝে ভাগ করে দিল। তার এ বিষয়টি আমাকে অনেক মুগ্ধ করেছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ঘটনাটি বললে তিনি বললেন আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন। অথবা তিনি বলেছেন এর বিনিময়ে আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৩০)

সমস্ত সমস্যায় সন্তানের সংশোধন ও সঠিক তরবিয়তের সবচেয়ে সুন্দর ও বিশুদ্ধ পথ বলেছে ইসলাম। ইসলাম এটাও বলে দিয়েছে, তার তরবিয়ত কোত্থেকে শুরু হবে এবং কে তার মূখ্য দায়িত্ব পালন করবে। এজন্যই সর্বযুগে আদর্শ সন্তান গঠনে উজ্জ্বল নক্ষত্রের প্রমাণ রেখেছেন মুসলিম মায়েরা। অনেক মা মনে করেন, বাচ্চা পেটে আসা থেকে তার তরবিয়ত শুরু করতে হয়। কেউ মনে করেন, বাচ্চার কথা বলা থেকে তার তরবিয়ত আরম্ভ করতে হয়। আবার কেউ মনে করেন, বাচ্চা তার চারপাশের পরিবেশ বোঝা দিতেই তখন থেকে তার তরবিয়ত শুরু করতে হয়।
কিন্তু কোরআনে কারিমের শিক্ষা এবং সুন্নতে রাসুল (সা.)-এর আলোকে পরিষ্কার জানা যায়, শিশুর তরবিয়তের স্তর শুরু হয় বিয়ের প্রস্তুতি থেকে। বিয়ের আগে সন্তানের জন্য আদর্শ মা নির্বাচন থেকে। অর্থাৎ একজন ছেলে ও মেয়ে যখন বিয়ের জন্য পা বাড়ায়, তখন থেকেই তাদের ভাবতে

হবে, ভবিষ্যতে তাদের সন্তানের কেমন বাবা ও মা নির্বাচন করা উচিত। কারণ এটাই সন্তান তরবিয়তের প্রথম ধাপ ও তার অধিকারসমূহের অন্যতম। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন-‘মানুষ সাধারণত নারীদের মাঝে চারটি গুণ দেখে বিয়ে করে- তার ধন-সম্পদ, বংশ-মর্যাদা, সৌন্দর্য এবং ধর্ম। কিন্তু তোমরা বিয়ের জন্য ধার্মিক নারীদেরকে অগ্রাধিকার দাও। তোমরা যদি ধার্মিক নারীদেরকে অগ্রাধিকার না দাও, তাহলে অবশ্যই তোমাদের দু'হাত ধূলোয় ধূসরিত হবে। (অর্থাৎ নিশ্চয়ই সেটা তোমাদের জন্য সেটা মন্দ ও অকল্যাণ ডেকে আনবে।

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন- রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন-‘যদি তোমাদের কাছে এমন পাত্রের সন্ধান আসে, যে দীনদার ও সৎচরিত্রের অধিকারী, তাহলে তোমরা বিয়ের জন্য অগ্রসর হও, অন্যথায় দুনিয়ায় ফেতনা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।’

৪. সন্তানের তারবিয়াত

৪.১.সন্তানের তারবিয়াত

সন্তানের সঠিক তরবিয়তের সবচেয়ে সুন্দর ও বিশুদ্ধ পথ বলেছে ইসলাম। ইসলাম এটাও বলে দিয়েছে, তার তরবিয়ত কোত্থেকে শুরু হবে। অনেকে মনে করেন, বাচ্চা পেটে আসা থেকে তার তরবিয়ত শুরু করতে হয়। কেউ মনে করেন, বাচ্চার কথা বলা থেকে তার তরবিয়ত আরম্ভ করতে হয়। আবার কেউ মনে করেন, বাচ্চা তার চারপাশের পরিবেশ বোঝা দিতেই তখন থেকে তার তরবিয়ত শুরু করতে হয়।
কিন্তু কোরআনে কারিমের শিক্ষা এবং সুন্নতে রাসুল (সা.)-এর আলোকে পরিষ্কার জানা যায়, শিশুর তরবিয়তের স্তর শুরু হয় বিয়ের প্রস্তুতি থেকে। বিয়ের আগে সন্তানের জন্য আদর্শ মা নির্বাচন থেকে। আমি যাকে বিয়ে করছি, সে ভবিষ্যতে আমার সন্তানের অভিভাবক ও তরবিয়তের যোগ্য কিনা।

আব্দুল্লাহ্ বিন আম্র (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ الْإِفْرِيقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَلَأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "তোমরা শুধু রুপ-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে মহিলাদের বিবাহ করো না। এ রুপ-সৌন্দর্য্য হয়তো তাদের ধ্বংসের কারণও হতে পারে। হয়তো এই সম্পদই তাদের অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণ হতে পারে। অতএব ধর্মপরায়ণতা বিবেচনায় তোমরা তাদের বিবাহ করো। চেপ্টা নাকবিশিষ্ট কুৎসিৎ দাসীও অধিক উত্তম যদি সে হয় ধর্ম-পরায়ণা।
সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ১৮৫৯

সন্তান মায়ের পেটে থাকা কালীন অনেক কিছু মায়ের মাধ্যমে গ্রহণ করতে পারে। মায়ের কাজকর্ম আচার-আচরণ কষ্ট ব্যাথা সব কিছু সন্তানের উপর প্রভাব ফেলে। একজন দ্বীনদার মা কোরআন তেলাওয়াত দ্বীনি কাজের মাধ্যমে পেটে থাকাকালীন সময় থেকে তার সন্তানের তারবিয়াত শুরু করে দেন।

৪.২.তারবিয়াতের নিয়ম

একজন মানব শিশুর তারবিয়াত তার জন্মের পরে প্রতিটা ক্ষেত্রে সঠিক শিক্ষা দানের মাধ্যমে করা যেতে পারে। তার শুরুটা হবে দ্বীনের ইলম কালিমা শিক্ষা দানের মাধ্যমে। কোমল অন্তরে আল্লাহর ইয়াকিন পয়দা করার মাধ্যমে। কালিমার অন্তর্নিহিত অর্থ বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে বুঝ দানের মাধ্যমে। যেমনঃ যা কিছু হয় আল্লাহ থেকে হয় তা শিশুকে বুঝিয়ে দেয়া যে তোমার কিছু লাগলে আল্লাহর কাছে চাও তিনিই দিবেন। কোনো অপছন্দের কাজ করলে আল্লাহ পাক কষ্ট পাবেন এরকম বলা। মোটকথা শিশুর কোমল অন্তরে কালিমার ইয়াকিন পাকাপোক্ত করার মাধ্যমে তার তারবিয়াত শুরু করা, যার ফলে বাকি সময়ে তার জন্য সবকিছু সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তার জন্য কোরআন শিখার ব্যবস্থা করা, কোরআন শিখা হয়ে গেলে এর শিক্ষা কিভাবে জীবনকে সুন্দর করতে পারে তা বাস্তব জীবনের উদাহরণ দিয়ে বুঝানো।
সাত বছর বয়স থেকে নামাজের জন্য বলা। হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، - يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَوَّارٍ أَبِي حَمْزَةَ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْزَةَ الْمُزَنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ " .

‘আমর ইবনু শু‘আইব (রহঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার থেকে বর্ণিতঃ:
তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হলে তাদেরকে সলাতের জন্য নির্দেশ দাও। যখন তাদের বয়স দশ বছর হয়ে যাবে তখন (সলাত আদায় না করলে) এজন্য তাদেরকে মারবে এবং তাদের ঘুমের বিছানা আলাদা করে দিবে।
সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং - ৪৯৫

কন্যা শিশুর জন্য মহিলা শিক্ষিকার ব্যবস্থা করা। ছেলেদের জামাতে নামাজ পড়ার তাগিদ দেয়া। সুন্নতি পোশাক পড়ানো। সর্বোপরি জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে সুন্নতের নিয়ম অনুযায়ী জীবন শিক্ষা দেয়া।

৪.৩. জরুরী কিছু হিদায়ত

আমাদের উলামায়ে কেরামগণ সন্তান প্রতিপালনের জন্য জরুরি হিদায়াত গুলো হাদিসের আলোকে বর্ণনা করে গেছেন। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) তার তরবিয়াতে আওলাদ কিতাবে এরকম উল্লেখযোগ্য নাসিহা প্রদান করেছেন। তার মধ্যে কিছু নিচে বর্ণনা করা হলোঃ

- শিশু কিছুটা বড় হওয়ার পর কালেমা তাওহীদ শিক্ষা দিবে

এবং জরুরী আদব শিক্ষা দিবে। সালাম শিক্ষা দিবে, মিথ্যা না বলা, পর্দ, হায়া শরম শিক্ষা দিবে।

- বাচ্চাদের শুরু হইতে মসজিদে জামাতের সহিত নামাজ পড়ানোর অভ্যাস করবে।
- ছেলেমেয়েদেরকে একসাথে খেলার সুযোগ দিবে না, তাতে করে পরবর্তী বিভিন্ন অনিষ্ট হতে নিরাপদ থাকবে।
- ছেলেমেয়েরা কোনো কাজ যেনো গোপনে না করে উহার অভ্যাস করানো।
- শৈশব হতেই যেনো মুসলমানদের সাথে, আত্মীয় স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে তা লক্ষ্য রাখবে।
- বাচ্চারা যেনো সুন্নতের খেলাফ পোশাক না পড়ে তা খেয়াল রাখা।
- বাচ্চারা গীবত করলে তা যে অন্যায় সেটা স্নেহের সাথে বুঝিয়ে বলা।
- গরিবদের দান করা, সব জিনিস যেনো ভাইবোনের সাথে শেয়ার করে তা শিক্ষা দেয়া।

৫. সন্তানের তরবিয়তের নিয়তে কঠোরতা

তরবিয়তের নিয়তে অনেক সময় কঠোরতা ও শাসনের প্রয়োজন হয়। যখন কঠোরতা ব্যতীত কোনোরকমেই ইসলাহের সম্ভাবনা না থাকে সেই অবস্থায় সন্তানের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন না করলে তা খেয়ানতের মধ্যে শামিল হবে। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ. তার এক কিতাবে উল্লেখ করেছেন শাস্তি দেওয়ার উত্তম পন্থা হলো তা'যীর, যা ঐ শাস্তিকে বলা হয় ছেলেমেয়েরা অপরাধ করলে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে এবং পরিমিত পর্যায়ে প্রদান করা হয়।

শায়খুল ইসলাম মুফতি তাকী উসমানী দা.বা. এক ইসলাহী মাজালিস এ বয়ানে বলেছেন,
হযরত থানভী রাহ. নিয়ম করেছিলেন যে, মকতবে কোনো কারী সাহেব শিশুদেরকে প্রহার করতে পারবে না। কেউ প্রহার করলে তাকে হযরত রাহ.-এর কাছে জবাবদিহি করতে হত এবং কখনও কখনও শাস্তিও পেতে হত। একবার হযরত একথাও বলেছিলেন যে, এখন থেকে যদি জানতে পারি, কোনো কারী সাহেব কোনো শিশুকে মেরেছে তাহলে ওই কারী সাহেবকে মসজিদের বারান্দায় দাড় করিয়ে ওই শিশুর দ্বারা বেত দেওয়াব। বিষয়টা খুবই নাজুক ও মারাত্মক। এজন্য হযরত থানভী রাহ. এ বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন।

শান্ত হওয়ার পর বুঝে-শুনে শাস্তি দিন:
এটা ঠিক যে, শিশুদেরকে পড়ানো খুবই কঠিন কাজ। তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ নয় এবং কখনও কখনও প্রহারের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েই যায়। তো এমন পরিস্থিতিতে অন্য কোনো চিকিৎসা ফলপ্রসূ না হলে হযরত রাহ. বলেন, এ ক্ষেত্রেও রাগান্বিত অবস্থায় মারবে না। এ সময় চুপ থাক। যখন ক্রোধ দূর হয়ে যাবে তখন ভেবে চিন্তে শাস্তি দিবে। এতে শাস্তির মাত্রা ঠিক থাকবে। যে পরিমাণ প্রয়োজন সে পরিমাণ শাস্তিই দেওয়া হবে। সীমালঙ্ঘন হবে না। কিন্তু যদি রাগান্বিত অবস্থায় মারতে আরম্ভ কর তাহলে এক থাপ্পড়ের জায়গায় দশ থাপ্পড় দিয়ে ফেলবে। এর কারণে একে তো গুনাহ হল। কেননা, প্রয়োজনের অধিক শাস্তি দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত এতে শিশুর ক্ষতি হবে। কেননা সকল বিষয়ই মাত্রা অতিক্রম করলে ক্ষতিকর হয়ে যায়। তৃতীয়ত এর জন্য পরে অনুতাপ করতে হবে।
এজন্য হযরত রাহ. একেবারে মৌলিক কথাটা বলে দিয়েছেন যে, ক্রুদ্ধ অবস্থায় শাস্তি দিবে না। ক্রোধ ঠান্ডা হওয়ার পর শাস্তি দিবে।

এক হাদীস ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا . - قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ مِنَّا " . يَقُولُ لَيْسَ مِنْ سُنَّتِنَا يَقُولُ لَيْسَ مِنْ أَدَبِنَا . وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يُنْكِرُ هَذَا التَّفْسِيرَ لَيْسَ مِنَّا يَقُولُ لَيْسَ مِثْلَنَا .

তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না বড়দের সম্মান করে না, সৎকাজের নির্দেশ দেয় না এবং অসৎ কাজে বাধা দেয় না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং - ১৯২১

৬. ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তান লালনের ফজিলত

ইসলামে সন্তান লালন পালনের গুরুত্ব অনেক। একই সাথে তা সওয়াবের কাজ, ফজিলতের কাজ। আল্লাহ্ পাক যখন কোনো বান্দা দুনিয়াতে প্রেরণ করেন, মা-বাবা কে উক্ত বান্দার লালন পালনের দায়িত্ব দেন। মা বাবার অন্তর শীতল করেন সন্তান দিয়ে সাথে সন্তান পালনের বিনিময়ে অফুরন্ত সওয়াবের অধিকারী হোন বাবা মা। শিশু সন্তানের প্রতিপালন, তাদের সঠিক তালিম-তরবিয়ত করা পিতামাতার দায়িত্ব এবং এটা ইবাদতের অংশ।
হাদিস শরিফে উত্তম নারীর বর্ণনা দিতে গিয়ে রাসুল (সা.) বলেন-

خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ.

আরবের নারীদের মধ্যে উত্তম নারী হল কুরাইশের নারী। তারা সন্তানের প্রতি অধিক স্নেহপরায়ণ এবং স্বামীর সম্পদ হেফাজতের প্রতি অধিক যত্নশীল। (সহিহ বুখারি: ৫০৮২)

অন্য এক হাদীসে আবু হুরাইরা রা. বলেন,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَمَعَهُ صَبِيٌّ، فَجَعَلَ يَضُمُّهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَرْحَمُهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاللَّهُ أَرْحَمُ بِكَ مِنْكَ بِهِ، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ»

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:
এক ব্যক্তি একটি শিশুসহ নবী (সাঃ)-এর নিকট এলো। সে তাকে নিজ দেহের সাথে লাগাচ্ছিল। নবী (সাঃ) বলেনঃ তুমি কি তার প্রতি মায়া করো? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেনঃ আল্লাহ তার প্রতি তোমার চেয়ে অধিক দয়াপরবশ এবং তিনি দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু (নাসাঈ)।
আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং - ৩৭৮

উপরের হাদিস থেকে বুঝা যায় আল্লাহ পাক বাচ্চাদের সাথে কি পরিমাণ আদর মোহাব্বতের সাথে থাকা পছন্দ করেন। মা-বাবা যখন নিজের সন্তানকে আদর করে লালন পালন করে, নিজ সন্তানের প্রতি দয়া করে আল্লাহ পাক তাদের প্রতি আরো বেশি দয়া করেন। সন্তান লালন পালনের এমনই ফজিলত ।

৭. ভালো সন্তান পরকালের সুখের কারণ

সন্তান যেমন দুনিয়ায় আগমন করে মা বাবার চক্ষুশীতল করে, সেই সন্তানকে ইসলামের ছায়া তলে রেখে তরবিয়ত করে লালন করা যায় সেও হবে আখিরাতে সূকুনের কারণ। ভালো সন্তান এমনি এক নেয়ামত।

মানুষের মৃত্যুর পর যে সকল জিনিসের সাওয়াব তার কাছে পৌছে তার মধ্যে রয়েছে নেক সন্তানের দোয়া। হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ " .

ইয়াহইয়া ইবনু আইয়্যুব ও কুতাইবাহ্ (রহঃ) ..... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায় তিন প্রকার আমল ছাড়া।

১. সাদাকা জারিয়াহ্ অথবা

২. এমন ইলম যার দ্বারা উপকার হয় অথবা

৩. পুণ্যবান সন্তান যে তার জন্যে দু'আ করতে থাকে।

[সহিহ মুসলিম: ১৬৩১]

তথ্যসূত্র

- সহীহ মুসলিম
- সহীহ বুখারী
- সহীহ বুখারী, হাদিস নং (৬২৯৯, ৬২৯৮, ১৩৮৫ ১৩০৩)
- সহীহ মুসলিম, হাদীস নং (২৬৩০, ১৬৩১)
- সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২৮৩৮
- আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ৩৭৮
- জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১৯২১
- শায়খুল ইসলাম মুফতি তাকী উসমানী দা.বা. এর 'ইসলাহী মাজালিস' থেকে গৃহীত অনুবাদে : ইবনে নসীব) [মাসিক আলকাউসার | রবিউল আউয়াল ১৪৩০ || মার্চ ২০০৯]
- মুসনাদে বাযযার (আলবাহরুয যাখখার), হাদীস ৮৫৪০
- সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৫১০৫
- [১] সহীহ : মুসলিম ৮২, আবূ দাঊদ ৪৬৭৮, নাসায়ী ৪৬৪, তিরমিযী ২৬২০, ইবনু মাজাহ্ ১০৭৮।
- সহীহঃ মিশকাত (৫৩০২), যিলালুল জান্নাত (৩১৬-৩১৮) [তিরমিযী: ২৫১৬]
- [সূরা আত-তাহরিম (৬৬): ৬]
- সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৬১
- সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৬২৯৯
- সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৯৫
- সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ১৮৫৯
- ইহয়াউ উলুমিদ্দীন:৩/৬২
- সহায়ক গ্রন্থঃ ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তান প্রতিপালন- আশরাফ আলী থানবী রহঃ

- https://www.alkawsar.com/bn/
- https://quraneralo.net/
- https://www.hadithbd.com/quran/tilawat/
- https://www.hadithbd.com/hadith/filter/
- http://ihadis.com/books/muslim/chapter/6
- http://www.quran.gov.bd/

Assignment prepared by:

Name: Khadija Sifat Tania
Batch: 201
Roll No.: 20102148
Islamic Online Madrasah(IOM)
Phone: 01776599502